দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ভিসি কে হচ্ছেন?

মিনহাজুর রহমান ॥ সম্প্রতি সরকার পরিবর্তন হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনেও পরিবর্তনের দাবী তীব্র হয়ে উঠছে। আওয়ামী শাসনামলে নিযুক্ত ভিসি ও প্রো-ভিসিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রচুর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়ার সরব দাবী এখন সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

দেশের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী ক্যাম্পাসেও এখন টান টান উত্তেজনা– কবে বদল হচ্ছে বিদ্যমান আওয়ামী প্রশাসন। কারা পাচ্ছেন নতুন দায়িত্ব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রো-ভিসি পদের জন্য ইতিমধ্যে এমন কয়েকজনের নাম শোনা যাচ্ছে– যারা বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী শাসনামলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের শক্তিকে নির্মূল করার জন্য আওয়ামী-রবীন্দ্র গ্রুপের সাথে জোট বেঁধেছিলেন। তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এসব ব্যক্তির জন্যই চলছে ব্যাপক তদবির-তোষামোদ-ঘোরাঘুরি। এই চেহারা পরিবর্তনকারীরা এক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বেশী তৎপর। এখন 'সারফেসে' আছেন এ রকম একটি গ্রুপে যারা বিগত পাঁচ বছরে নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও কোটারী স্বার্থ হাসিলের অনেক প্রমাণ রয়েছে। এখন যাদের নাম ভিসি-প্রো-ভিসি হিসেবে জোরেশোরে সামনে এসেছে তারাই অতীতে বিএনপি কর্তৃক নির্বাচিত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলীকে আওয়ামী সমর্থন

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী বিশ্বঃ ভিসি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়ে উৎখাত করেছিলেন। প্রফেসর ইউসুফ আলীকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে যারা পুরোভাগে ছিলেন তাদের মধ্যে অধ্যাপক কাইসুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক শওকত আরা, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আব্বাস আলী প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। তারা দৃশ্যতঃ বিএনপি'র সমর্থক হলেও দলের ভেতর থেকেই দলকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, নিজেদের কোটারী স্বার্থে দলকে ব্যবহার করেছে এবং পুরাতন ত্যাগী ও পরীক্ষিত ব্যক্তিদের চাতুর্যের সাথে কোণঠাসা করেছেন। তারাই কৌশলে সব সময় ক্ষমতার পাদপ্রদীপের নীচে হাজির থেকেছেন। তারাই বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী প্রশাসনের সাথে সিনেট সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে যৌথ নির্বাচন করেছেন, ক্ষমতা ভাগাভাগি করে আওয়ামী মহলকে অপকর্ম করতে সহায়তা করেছেন, সাধারণ শিক্ষকদের হয়রানি ও নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন আর সযত্নে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী নামধারী এই মুখচেনা মহলটি শুধু আওয়ামী দলীয়করণকে সমর্থনই করেননি, নিজেদের আওয়ামী অবস্থানের পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণাও দিয়েছেন অনেকবার। এ নিয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে বিগত কয়েক বছরে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে। আজ শোনা যাচ্ছে– এ ব্যক্তিগণই স্থানীয় এমপি-মন্ত্রী বা অন্যান্য ক্ষমতাধর মহলের আশীর্বাদ লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরই নাম নাকি রয়েছে সম্ভাব্য ভিসি-প্রো-ভিসি প্যানেলের শীর্ষে। এসব দেখে-শুনে শত শত দলীয় সমর্থক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হতভম্ব ও ব্যথিত।

সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তারাই কি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে আসছেন, যারা বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী প্রশাসনের সাথে হাত মিলিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তি নির্মূলের ষড়যন্ত্র এঁটেছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উৎকণ্ঠা-আশংকা ও হতাশা ঘণীভূত হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন– এই মুখচেনা গোষ্ঠীটি লবিং-গ্রুপিং করে আপাতত ক্ষমতা দখল যদি করেও বসে তাহলে অদূরভবিষ্যতে যখন সিনেট নির্বাচন হবে, তখন তারা ঐ নির্বাচনী বৈতরণী কোনভাবেই পার হতে পারবেন না। এটা অবধারিত। ঐ অবস্থায় বিএনপি সরকারকে একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হতে পারে।

সচেতন মহল মনে করেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব সম্মানিত শিক্ষক আওয়ামী শাসনামলের শত নিপীড়ন-নির্যাতন-হয়রানি মোকাবিলা করে জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের পতাকা উড্ডীন রেখেছেন, আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন, যারা জ্ঞানে-গুণে, চরিত্রে সর্বদিক থেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য তাদের মধ্য থেকে ভিসি-প্রো-ভিসি নিযুক্ত করা হোক।